



50308 - যদি কোন নারী চল্লিশদিনের আগের নফিস থেকে পবিত্র হয়ে যান তাহলে তাকে গোসল করে নামায ও রোযা পালন করতে হবে

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী প্রায় ১৫ দিন আগে শাবান মাসে সন্তান প্রসব করেছে। তার নফিসের রক্তস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিতি হয় তাহলে কিসে নামায, রোযা, উমরা, কুরআন তলোওয়াত ও তারাবীর নামায ইত্যাদি শরয়ী দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে? নাকি তাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে; যমেনটিকটে কটে বলছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমহুর আলমের মতে, জমহুরের মধ্যে চার ইমামও রয়ছেন: নফিসের সর্বনমিন সময়ের নরিদ্ষিট কোন ময়োদ নই। কোন নারী যখনই নফিস থেকে পবিত্র হবে তখনই গোসল করা, নামায ও রোযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি; এমনকি সটো যদি সন্তান প্রসবের ৪০ দিন আগে হয় তবুও। “কনেনা শরয়িতে নফিসের সর্বনমিন ময়োদ সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয়নি। এ ব্যাপারে বাস্তবে যা পাওয়া যায় সটোই ভিত্তি। বাস্তবে নফিসের ময়োদ কমও পাওয়া যায়, বেশিও পাওয়া যায়।”[এটি বলছেন ইবনে কুদামা তার ‘আল-মুগনি (১/৪২৮)]

বরং কোন কোন আলমে এ অভিমতের ওপর আলমেদের ইজমা (মতকৈয়) বর্ণনা করছেন। তরিমযি (রহঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ, তাবয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী আলমেগণ এ মর্মে ইজমা করছেন যে, নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশদিন পর্যন্ত নামায পড়বেন না; তবে চল্লিশ দিনের আগের যদি পবিত্রতা দেখেন তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়া শুরু করবেন।”[সমাপ্ত][দেখুন: আল-মাজমু (২/৫৪১)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয় (১৫/১৯৫): যদি নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনের আগের পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রোযা রাখা ও নামায আদায় করা কি জায়যে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ; যদি তিনি পবিত্র হয়ে যান তবে তার জন্য রোযা রাখা, নামায পড়া, হজ্জ করা ও উমরা করা জায়যে হবে এবং তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করাও বৈধ হবে। যদি কটে ২০ দিনের দিন পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন এবং তার স্বামীর জন্য তিনি হালাল হবেন। উসমান বনি আবুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তবে তার এ মাকরুহ মনে করার ব্যাখ্যা হবে তিনি এটাকে ‘মাকরুহে তানযিহি’



মনে করতনে এবং এটি এ সাহাবীর নিজস্ব ইজতহাদ; যার পক্ষে কোন দলিল নাই।

সঠিক অভিমত হল: এতে কোন অসুবিধা নাই। যদি কউ ৪০ দিনের আগুই পবত্র হয় তাহলে তার এ পবত্র সঠিক। চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি পুনরায় স্রাব শুরু হয় তাহলে সঠিক মতানুযায়ী, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সটো নফিস হিসেবে গণ্য হবে। তবে, ইতপূর্বে পবত্র অবস্থায় তার পালনকৃত রোযা, নামায ও হজ্জ সহি। যহেতু এগুলো পবত্র অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। তাই এগুলো পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নাই।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৪৫৮) এসছে:

“যদি কোন নফিসগ্রস্ত নারী চল্লিশদিন পূর্ণ হওয়ার আগুই পবত্রতা দেখতে পান তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করবনে এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে (১০/১৫৫) এমন এক নারী সম্পর্কে যিনি রমযানরে সাতদিন আগুে সন্তান প্রসব করে পবত্র হয়েছে এবং রমযানরে রোযা পালন করেছে। জবাবে তাঁরা বলেন: যদি বাস্তবে এমনটি হয়ে থাকে তাহলে পবত্র অবস্থায় তার রমযানরে রোযা পালন সহি; তাকে রমযানরে রোযার কাযা পালন করতে হবে না।[সমাপ্ত]